সংখ্যা কীভাবে বুঝতে হয়?

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

পরিসংখ্যান নিয়ে অনেকে মজা করে বলেন, Lies, damned lies, and statistics. মানে মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা ও তারপর পরিসংখ্যান।

কিন্তু ব্রেনের নিউরনগুলোকে একটা নড়াচড়া করালেই বোঝা যাবে পরিসংখ্যান মিথ্যা বলে না। তবে কারও ভুল ব্যাখ্যার দায় নিশ্চয়ই পরিসংখ্যানের নয়।

সেদিন অনেকগুলো পত্রিকার একটি খবরে চোখ আটকে গেল। হেনলি ইনডেক্সে বাড়ল বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান। ১৯৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের র‍্যাঙ্ক এখন ১০১। আগে ছিল ১০৪। অতএব উন্নতি হয়েছে। কী সরল মন্তব্য!

দেখে আরও মনে হবে, ১৯৯টি দেশের মধ্যে ১০১ তো মাঝামাঝি অবস্থানে। তার মানে, প্রায় অর্ধেক দেশের অবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ। আহ! আসলেই যদি তা হতো।

চলুন, শুরুতেই দেখি র‍্যাঙ্কটা করা হয়েছে কীভাবে?

কোনো দেশ অন্য যে কয়টি দেশে বিনা ভিসায় যেতে পারে তাকে বলে অ্যাক্সেস (Access)। যে দেশের অ্যাক্সেস সবচে বেশি তাদের র‍্যাঙ্ক ১। যারা আরও কম দেশে যেতে পারে তারা ক্রমান্বয়ে আসে। যেমন জাপান সর্বোচ্চ ১৯৩টি দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারে। কিন্তু পরের দুটি দেশ খেয়াল করুন। সিংগাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া দুটি দেশের মানুষই ১৯২টি দেশে ভিসা ছাড়া যাবার সুযোগ পায়। তাহলে কার র‍্যাঙ্ক আগে হবে? এখানে দুটি দেশই র‍্যাঙ্ক পেয়েছে ২। ১৯০ দেশে যেতে পারা জার্মানি ও স্পেনের র‍্যাঙ্ক ৩।

সমান র‍্যাঙ্ক হয়ে গেলে পরিসংখ্যানে অনেক সময় পরের র‍্যাঙ্কগুলো বাদ দেওয়া হয়। মানে, ২ র‍্যাঙ্কটি ৩ বার হয়ে গেলে ৩ ও ৪ নং র‍্যাঙ্ক থাকে না। পরেরটা একবারে ৫ হয়। সেক্ষেত্রে যতটি জিনিস ততটিই র‍্যাঙ্ক হয়। সেই নিয়মে করলে জার্মানি ও স্পেনের র‍্যাঙ্ক হত ৪। পরের র‍্যাঙ্কটি হত ৬ থেকে।

কিন্তু এখানে সেটা করা হয়নি। ২ দুইবার থাকার পরেও ৩কেও রাখা আছে। তার মানে, র‍্যাঙ্কের সংখ্যা দেশের সংখ্যার চেয়ে কম হবে।

তাহলে পাসপোর্টের উন্নতি আসলে কীভাবে বোঝা যাবে? প্রথমেই দেখতে হবে অ্যাক্সেস বেড়েছে কি না। এছাড়াও দেখতে হবে আগে বা পরে কতটি দেশ আছে।

বাংলাদেশের অবস্থানের দিকে তাকালে দেখা যায়, আগে অ্যাক্সেস ছিল ৪১। এখন? সেই ৪১-ই। তাহলে উন্নতি হলো কীভাবে? মানে র‍্যাংকের উন্নতি বেকটু ভাবুন। পরে বলছি। এর ফাঁকে আরেকটি জিনিস দেখে আসি। আগে বাংলাদেশের পেছনে ছিল ১১টি দেশ। এখন? কোনো পরিবর্তন নেই। এখনও ১৯৯টির মধ্যে ১৮৮টি দেশ বাংলাদেশের চেয়ে বেশি দেশে ভিসা না নিয়েই যেতে পারছে।

তাহলে র‍্যাঙ্ক উন্নত হলো কীভাবে?

ডেটা বিশ্লেষণ করে খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, বাংলাদেশের এই র‍্যাংক বৃদ্ধির পেছেনে ভূমিকা আছে অন্য দেশের। এর জন্যে আমরা দেখি, কোন কোন দেশের অ্যাক্সেস নতুন বছরে বেড়েছে। দেখা গেছে, ২০টি দেশ এমন আছে, যাদের অ্যাক্সেস বর্তমানে আগের চেয়ে বেশি। মানে, তারা ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে বেশি দেশে বিনা ভিসায় যেতে পারবে।

যেমন ধরুন কলম্বিয়ার কথা। তাদের আগের র‍্যাঙ্ক ৪১। যেতে পারত ১৩২টি দেশে। এখন ১৩৩টি দেশে যেতে পারায় র‍্যাঙ্ক হলো ৩৯। ৩৮ র‍্যাঙ্কে থাকা সার্বিয়ার (১৩৬) পরে অন্য কোনো দেশে তাদের চেয়ে বেশি দেশে যেতে না পারায় র‍্যাঙ্কে দুই ধাপ উন্নতি। এতে করে আবার গুয়াতেমালা ও হন্ডুরাস ফ্রি সুবিধা পেয়ে গেছে। আগে তাদের র‍্যাঙ্ক ছিল ৪০। দুটি দেশই যেতে পারত ১৩৩টি দেশে। এখন কলম্বিয়ার অ্যাক্সেস বেড়ে ১৩৩ হওয়াতে তিনটি দেশ সমান অবস্থানে চলে এল। ফলে ৪০ ও ৪১ র‍্যাঙ্ক দুটি ফাঁকা করে দিয়ে তিনটি দেশই র‍্যাঙ্ক পেল ৩৯। এল সালভাদর।

খোলা চোখে দেখলে মনে হবে, গুয়াতেমালা ও হন্ডুরাসের পাসপোর্টের মান বেড়েছে। আসলে কিন্তু সেটা হয়নি। বরং তাদের পেছনে থাকা একটি দেশ তাদের সমান হয়েছে।

অ্যাক্সেস একই আছে বা এমনকি কমেছে কিন্তু র‍্যাঙ্ক এগিয়েছে (উন্নতি হয়েছে) এমন দেশ আছে ১১৪টি। ২৮টি দেশ তো আবার এমন যাদের অ্যাক্সেস কমেছে কিন্তু র‍্যাঙ্ক এগিয়েছে। যেমন রাশিয়া। অ্যাক্সেস কমে ১১৯ থেকে ১১৮। কিন্তু র‍্যাঙ্ক ৫০ থেকে ৪৯। উন্নতি(!) এক (১)।